খাটি বাঙালিয়ানা খাবারের সাথে উঠেছিল আড্ডার ঝড়

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রবীণদের মিলন মেলায় সবাই ছিল উচ্ছাসিত। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সাথে দেখা, কুশল বিনিময় অন্যরকম আমেজ। সেই সাথে ছিল রসনা বিলাশ বাঙালি খাবারের আয়োজন। রসালো আম, পাকা কাঁঠাল, দই, চিড়া, মুড়কির সাথে রসুগুল্লোহ এযেনো খাটি বাঙালিয়ানা।সব শেষে রুটি আর ডাল, কমতি ছিলনা কোনো কিছুর।

এই আড্ডা আর বাঙালি খাবারের আয়োজক গাংনীর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম। আড্ডায় প্রবীণদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,কথা সাহিত্যক রফিকুর রশীদ রিজভী, চুয়াডাঙ্গা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী হাইস্কুল এন্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত গণিত শিক্ষক আক্তার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজেরে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ,লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বিএসসি হামিদুল ইসলাম, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, ছড়াকার ইয়াসিন রেজা, আযান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামিজ উদ্দীন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, বঙ্গবন্ধু তথ্য ও গবেষণা পরিষদের গাংনী পৌর শাখার সভাপতি একরামুল হক, সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু, খাইরুল ইসলাম, সাফায়েত হোসেন প্রমুখ।